ভূমিকা

রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে আজও আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির উপর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা চোখে পড়ে খুবই কম। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', শ্যামল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে সাধু গদ্যরীতির উপর আলোকপাত করেছেন। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্য সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা দিয়েছেন। ঐ গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রগদ্যরীতির আলোচনা হয়েছে ঠিকই, সেখানে চলিত গদ্য সম্পর্কে আলোচনার পরিসর খুবই কম। চিরশ্রী বিশী 'রবীন্দ্রগদ্যের বিবর্তন ১৮৮৭-১৯০৩' সম্পর্কে গবেষণা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর গবেষণায় আলোচিত যুগটি ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যের সাধুগদ্যের যুগ। মনিলাল খান তাঁর 'বাংলা চলিত গদ্য' গ্রন্থটিতে বাংলা চলিত গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রগদ্যের চলিত ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন (নবম অধ্যায়) ঠিকই ; কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টি মূলত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। এছাড়া, বিভিন্ন সাহিত্যসমালোচকগণ রবীন্দ্রউপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষারীতি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু এগুলির একটিও পূর্ণাঙ্গ ভাষাবিজ্ঞান সম্মত আলোচনা নয়।

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন পাঠক সমালোচক মহলে বারবার ঘুরে ফিরে আসতে দেখছি, তার কয়েকটিমাত্র এখানে উল্লেখ করছি—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর তাঁর "আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের বাংলা সম্বন্ধে আমার চূড়ান্ত বক্তব্য বলিয়া ফেলি, আমার মতে আর কোন বাঙালী লেখক পুরাতন বা নতুন গদ্যে বা পদ্যে বাংলাভাষার ব্যবহারে তাঁহার সমকক্ষ হন নাই। ইহাও বলিতে হইবে তাঁহার এই শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ভাষা জ্ঞানেই নয়, প্রয়োগেও বটে। আর কোন বাঙালী লেখকের মধ্যে তাঁহার সমতুল্য প্রয়োগ নৈপুণ্য পাওয়া যায় না।....আমি রবীন্দ্রনাথের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অতি সংক্ষেপে দিলাম। এ বিষয়ে সত্যকার গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।" (আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড, ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৮৭-৮৮) অর্চনা মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের রচনারীতি সম্পর্কে বলেছেন—"'শেষের কবিতা' থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি সম্পর্কে গভীর চিন্তার প্রয়োজন আছে। (রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা, ১৯৭০, দে'জ

পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২০০) আমার সংগৃহীত রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বশেষ উপন্যাস সমালোচনায় একই জিজ্ঞাসা দেখতে পাই—"...রবীন্দ্রউপন্যাসের ভাষারীতি স্বতন্ত্র এবং সবিস্তার আলোচনার যোগ্য। (এসেছে রবির কর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭)

বাংলা গদ্যের দুটি দিক—ভাষা ও সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষার উপন্যাস নিয়ে বেশ কিছু সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্যরীতির উপর কোন ভাষাবিজ্ঞান সম্মত গবেষণা বা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। আমি মনে করি, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার প্রয়োজন আছে—আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য রবীন্দ্র উপন্যাসের ('ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' এবং 'চার অধ্যায়') ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখা। পরবর্তী বিন্যাসপর্যায়ে বিষয়টিকে ক্রমপরম্পরায় সাজিয়ে আরও স্পষ্টতা দান করা হয়েছে। আমার এই গবেষণা প্রকল্প সেই বিশেষ দিককে পূর্ণ করার একটি প্রচেষ্টামাত্র। আশাকরি এই প্রকল্পটি পরিকল্পনা মাফিক লক্ষ্যপূরণে সমর্থ হবে এবং সামগ্রিকভাবে একটি মৌলিক গবেষণা কর্মরূপে প্রতীয়মান হবে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি—সাধুগদ্যরীতি ও চলিতগদ্যরীতির পার্থক্য নির্ণয় করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্র উপন্যাসের চলিত গদ্যরীতির মৌলিক ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ভাষা পরিবর্তনের অনিবার্য ফলশ্রুতিতেই বাংলা চলিতগদ্যের সৃষ্টি হয়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে লেগেছে তার অভিঘাত। ভাষারীতির ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই সৃষ্টি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস। 'সবুজপত্রে'র যুগের রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ করে চলিত গদ্য লিখতে বসেন নি। এর মূলেও রয়েছে বাংলা ভাষার ক্রম পরিবর্তন। বাংলা চলিত গদ্যের ক্রম বিবর্তনের মধ্যেই নিহিত আছে বাংলা ভাষা পরিবর্তনের ধরণ। ভাষা বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারেই বাংলা ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, রবীন্দ্রগদ্যের বিবর্তনও তার ব্যতিক্রম নয়। ভাষা বিজ্ঞানের সূত্র ও বাংলাভাষার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করে দেখবো বাংলা চলিত গদ্যের ধারা রবীন্দ্রগদ্য ভাবনাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে।

গবেষণা কার্যটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে শেষ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মের ভূমিকা এবং উপসংহার সংযোজনা করা হয়েছে, যাদের অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয় নি। প্রথম অধ্যায়ে, (১.১ অধ্যায়ে) ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে চলিতগদ্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরবর্তী অনুচ্ছেদে (১.২ এবং ১.৩ অধ্যায়ে) চলিত গদ্যরীতির ইতিহাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্য ভাবনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্যের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না 'সবুজপত্র'-এর প্রসঙ্গ ছাড়া। সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় 'সবুজপত্র'-এর যুগে রবীন্দ্রগদ্যের অবস্থান

আলোচিত হয়েছে (১.৪ অধ্যায়ে)। 'সবুজপত্র'-এর যুগে চলিতভাষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত সমালোচনার ঝড় হয়েছিল সেই সমস্ত বিতর্কের কিছু কিছু অংশ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে (১.৫ অধ্যায়ে)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২.১ অধ্যায়ে) রবীন্দ্রসাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির বিবর্তন দেখানো হয়েছে। এ পর্যন্ত সমালোচনা মূলত ইতিহাসের ধারাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্র উপন্যাসের ভাষাবিশ্লেষণ দুটি দিক থেকে করা হয়েছে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গরূপে। বহিরঙ্গরূপে অর্থাৎ রবীন্দ্র উপন্যাসের চলিতগদ্যের যে সমস্ত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সেগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে রীতির পরিবর্তন, নাটকীয়তা, সংলাপ, নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনা, প্রকৃতি বর্ণনা, কাব্যধর্ম, প্রবন্ধধর্ম, হাস্যরস সৃষ্টি ও অলঙ্কার প্রয়োগের ভাষা। ভাষাতত্ত্বের যাবতীয় আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ধ্বনিতত্ত্ব, চতুর্থ অধ্যায়ে রূপতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়ে বাক্যতত্ত্ব ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে শব্দভাণ্ডার এবং শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য আলোচনা করা হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্বে রবীন্দ্র উপন্যাসের গদ্যরীতির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করা হয়েছে। রূপতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শব্দ ব্যবহারের প্রবণতার সন্ধান করা হয়েছে। বাক্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের বাক্য ব্যবহারের বিভিন্ন প্রকরণ তুলে ধরা হয়েছে। শব্দভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। শব্দার্থ বিষয়ের আলোচনায় বিভিন্ন শব্দ রবীন্দ্রনাথের হাতের ছোঁয়ায় কিভাবে নতুনরূপ লাভ করেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর উপসংহার। তৃতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পেয়েছি সেগুলি উপসংহারে তুলে ধরেছি।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির ক্রমবিবর্তনের একটি ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন উপন্যাসের ভাষা বিশ্লেষণ করে আমরা একটি লেখচিত্র তৈরি করেছি। সেই লেখচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে, রবীন্দ্র চলিতগদ্যরীতির ক্রমপরিবর্তনটি তুলে ধরেছি। এর থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্রগদ্যের বিবর্তনের একটি ধারাবাহিকতা আছে। কালে নিয়মে রবীন্দ্রগদ্য বিবর্তিত হয়েছে। 'সবুজপত্রে'র উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথের চলিতগদ্য রচনার কারণ ঠিকই, কিন্তু একমাত্র কারণ একথা বলা যায় না। রবীন্দ্রগদ্য ক্রমশ বিবর্তিত হচ্ছিল। সেই বিবর্তন গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল 'সবুজপত্র'। চলিতগদ্যরীতির ইতিহাসে 'সবুজপত্র'এর ভূমিকা তাই ঐতিহাসিক। লেখচিত্র এবং তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিষয়গুলি উপসংহারে আলোচিত হয়েছে। গবেষণাকর্মটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্মরূপে প্রতীয়মান হলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

(সুকান্ত মুখোপাধ্যায়)